# লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ ও মাহাত্ম্য

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিই দ্বীনের ভিত্তি ও বুনিয়াদ। ইসলাম ধর্মে এর রয়েছে বড় মর্যাদা ও মহান তাৎপর্য। এটি ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌলিক বুনিয়াদসমূহের সর্ব প্রথম বুনিয়াদ এবং ঈমানের সর্বোচ্চ শাখাসমূহ। সৎকার্য আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়া না হওয়া এ কালেমার মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া এবং তদনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভর করে। এ বাক্যটির সঠিক ও বিশুদ্ধ অর্থ যার দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই তা হলো, "আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই"। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, অথবা আল্লাহ ছাড়া আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সক্ষম কেউ নেই, বা আল্লাহ ব্যতীত কেউ বিদ্যমান নেই।

এ বাক্যটির দু'টি অংশ রয়েছে। যথা,

১। 'লা-ইলাহা' এটি নেতিবাচক বা অস্বীকৃতিমূলক অংশ। এতে প্রত্যেক বস্তুর উপাস্য বা মা'বুদ হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

২। 'ইল্লাল্লাহ' এটি ইতিবাচক অংশ। যাতে শুধুমাত্র এক ও এককভাবে আল্লাহর জন্যই মা'বুদ হওয়ার উপযুক্ততাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করা হয়েছে। যার নেই কোন শরীক ও অংশীদার । অতএব আল্লাহ ব্যতীত কারো এবাদত করা যাবে না। কোন প্রকারের এবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য সম্পাদন করা বেধ হবে না। যে ব্যক্তি এ কালেমার অর্থ অনুধাবন করে এবং তার অত্যাবশ্যকীয় বিধানগুলো সর্ব প্রকার শির্ক থেকে বিরত থেকে, একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে মেনে চলে, মুখে তার স্বীকৃতি দেয়, সাথে সাথে কালেমায় নিহিত বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় রেখে তদনুযায়ী আমল করে, সেই প্রকৃত মুসলমান। আর যে অবিচল কোন আস্থা না রেখে তার উপর আমল করার ভান দেখায়, সে মুনাফিক ও কপট। আর যে কালেমার পরিপন্থী (যথা শির্ক) কাজ করে, সে মুশরিক ও কাফের যদিও সে তা মুখে উচ্চারণ করুক না কেন।

# লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

এ কালেমার অনেক উচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং বিপুল সুফল রয়েছে। নিম্নে কিঞ্চিৎ পেশ করা হলো।

১। এ কালেমাটি দোযখের চিরস্থায়ী ও অনন্ত কালের ভয়াবহ শাস্তি থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেয়, যদিও (গোনাহের কারণে সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) তাতে নিক্ষিপ্ত হয়। মুসলিম ও বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসটি তারই প্রমাণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

**( يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاإِلَهَ إِلاَّ اللهَ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ)**

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তার অন্তরে যব পরিমাণ কল্যাণ আছে, তাকে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে। আর যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর উচ্চারণ করেছে এবং তার অন্তরে গম পরিমাণ কল্যাণ আছে, তাকে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে। আর সে ব্যক্তিকেও বের করে আনা হবে, যে এ বাক্যটি পড়েছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ আছে"। (বুখারী)

২। এ কালেমাটির জন্য মানুষ ও জ্বিন জাতিদ্বয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার এবাদত করবে"। (৫১ঃ ৫৬)

৩। এ কালেমাটির প্রচারের জন্যই যুগে যুগে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, অবতীর্ণ হয়েছে আসমানী সমূহ কিতাব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

Banglaislam.com

(( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنْ)) الأنبياء ٢٥

অর্থাৎ, "আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ অহী দান করেছি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; অতএব তোমরা আমারই এবাদত কর"। (২১ঃ ২৫)

৪। এ কালেমাটি সমস্ত রাসূলগণের দাওয়াতের এক অভিন্ন বিষয় ছিল। তাঁরা সকলেই এর দিকে আহ্বান করে স্বীয় জাতিকে বলতেন, "আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বুদ নেই" (৭ঃ ৭৩)

৫। এ কালেমাটি হলো সর্বোত্তম যিক্‌র। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ সর্বোত্তম যে যিক্‌রটি করতাম সেটি হলো,

( لا إله إلا الله وحده لا شريك له )

অর্থাৎ, "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই"। (মুআত্তা)

## মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর অর্থ

এ বাক্যটির অর্থ হলো, মৌখিক ও আন্তরিকভাবে স্বীকার করা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মানবকুলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। আর এ স্বীকৃতির দাবী হলো, তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য করা। অতীত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দেওয়া সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করা। তিনি যে সব কাজ নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা। আর আল্লাহর এবাদত তাঁরই প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করা।

এ বাক্যটির দুটো অংশ রয়েছে। যথা,

১। মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা।

২। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর এই অংশ দু'টি তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি ঘোষণা করে। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর এই উভয় গুণের দ্বারাই তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব। এখানে (আব্‌দ)-এর অর্থ হলো, অধীনস্থ বান্দা। অর্থাৎ, তিনি মানুষ। অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় তিনিও সৃষ্ট। মানুষ হিসাবে তাদের উপর যা প্রযোজ্য, তাঁর উপরেও সমভাবে তা প্রযোজ্য। আল্লাহতা'য়ালা বলেন,

(( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ )) الكهف ١١٠

অর্থাৎ, "হে নবী বলে দাও, আমি তোমাদের মতনই একজন মানুষ"। (১৮ঃ ১১০) আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

(( اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً )) الكهف١

অর্থাৎ, "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনরূপ বক্রতার অবকাশ রাখেন নাই"। (১৮ঃ১)

আর "রাসূল"-এর অর্থ হলো, তিনি সকল মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী, সর্তককারী ও সুসংবাদদাতা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই উভয় গুণের সাক্ষ্য প্রদান তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে অস্বীকার করে। অনেক মানুষ যারা নিজেকে নবীর উম্মত বলে দাবী করে, তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি করতঃতাঁকে বান্দার মর্যাদা থেকে সরিয়ে মা'বুদের মর্যাদায় ভূষিত করে থাকে। তাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ ও প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা এবং বিপদ মুক্তির কামনা করে থাকে। অথচ এসব কেবল মাত্র আল্লাহরই ক্ষমতাধীন। আবার অনেকে তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করে অথবা তাঁর অনুসরণে বাড়াবাড়ি করে এবং তাঁর প্রতি প্রেরিত বিধানের পরিপন্থী উক্তির উপর নির্ভর করে।

Banglaislam.com